এশিয়া-২

শাহরিয়ার নেওয়াজ

আজ কী পড়ব?

- মায়ানমার
- দূর প্রাচ্য
- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া

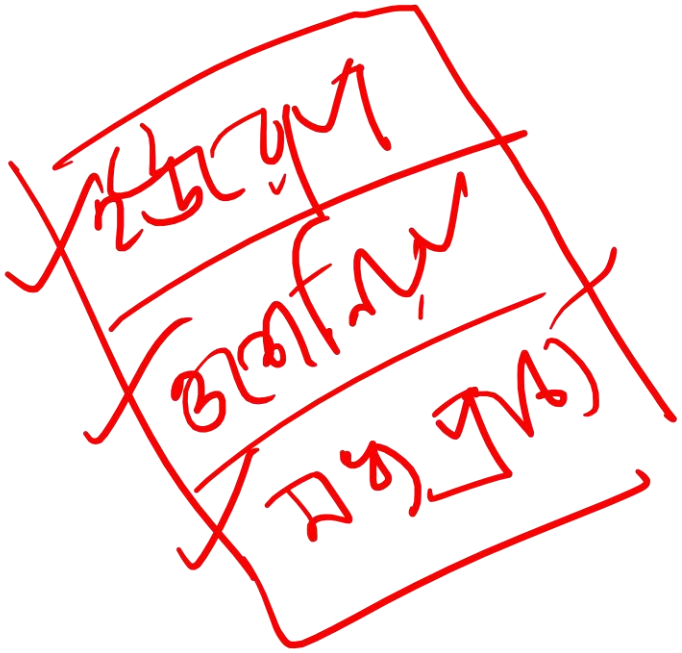

মায়ানমার

অফিসিয়াল নাম- The Republic Of The Union Of Myanmar

রাজধানী – নেপিদো

মুদ্রা – কিয়াট

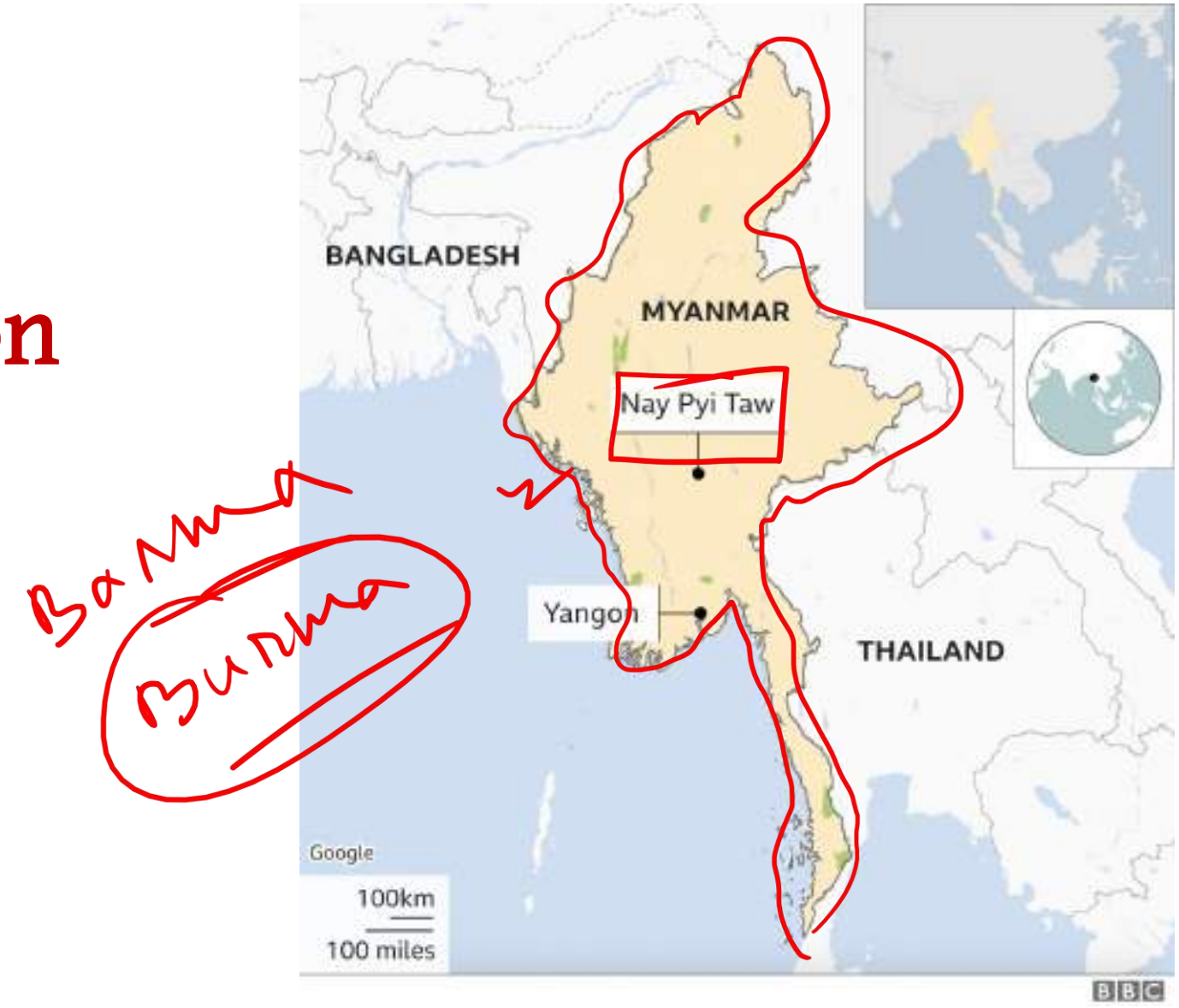

মিয়ানমারের প্রধান নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর নাম – বামার

Bangladesh
Myanmar
Thaila

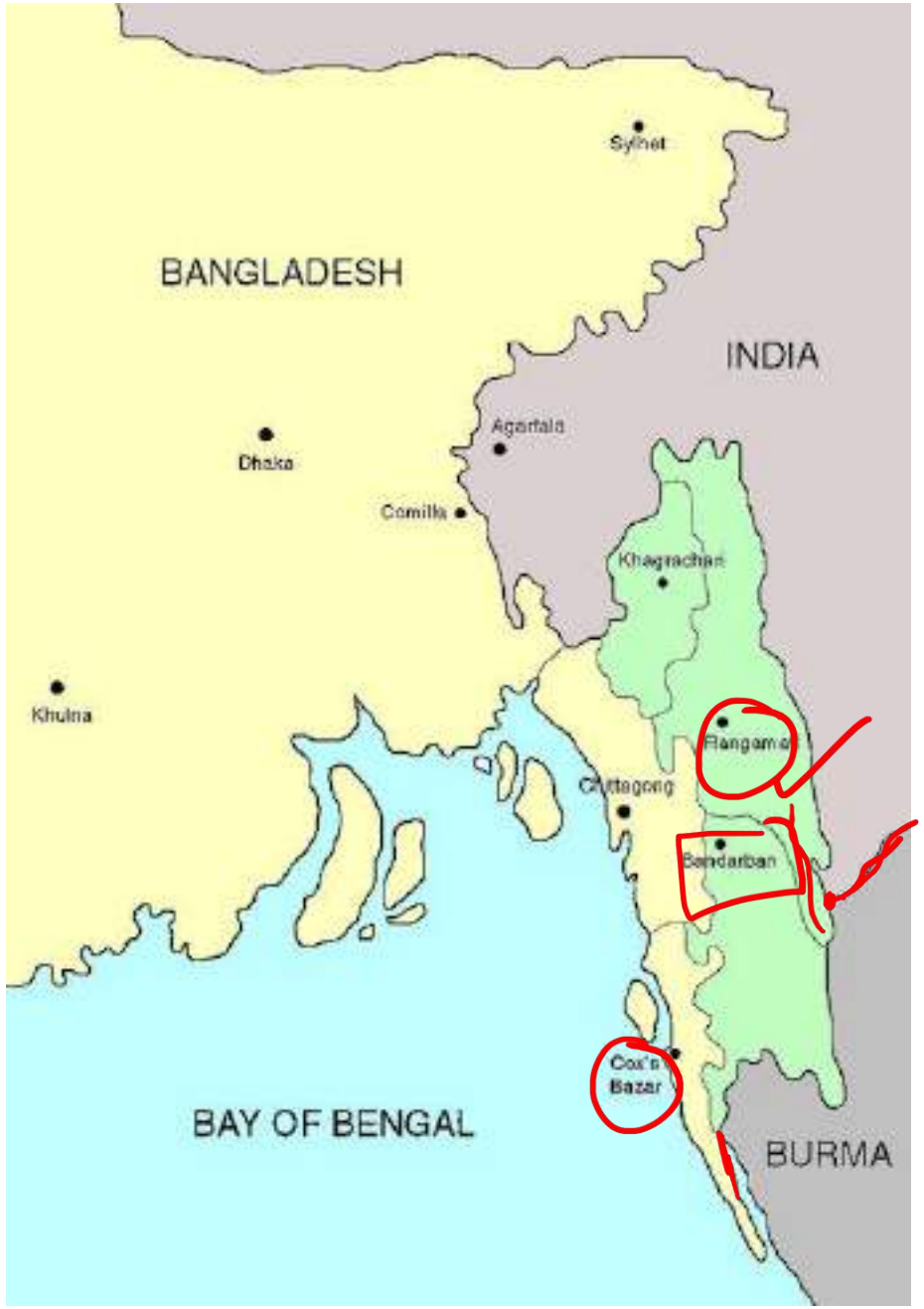
BANGLADESH
INDIA
Sylhet
Agartala
Dhaka
Comilla
Khagrachari
Khulna
Rangamati
Chittagong
Bandarban
Cox's Bazar
BAY OF BENGAL
BURMA

সীমান্তবর্তী জেলা/রাজ্য

বাংলাদেশ – বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার

মায়ানমার – চিন, রাখাইন

'মংডু' কোন দুটি দেশের সীমান্ত এলাকা?

বাংলাদেশ – মায়ানমার

- ১৯৮৯ সালে সামরিক সরকার বার্মার নতুন নামকরণ করে "মিয়ানমার" এবং প্রধান শহর ও তৎকালীন রাজধানী রেঙ্গুনের নতুন নাম হয় "ইয়াঙ্গুন"।
- ২০০৭ সালে নতুন রাজধানী করা হয় নাইপিদোকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন – জাপানের অধীন ছিল

- স্বাধীনতা লাভ – ১৯৪৮
- সংবিধান পাস – ২০০৮
- সামরিক শাসন শুরু - ১৯৬২

সংবিধান প্রণয়ন – ২০০৮

২৫% সংসদীয় আসন সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয়।

পার্লামেন্ট - প্রিদাংসু হুথাও

(Assembly of the Union)

উচ্চকক্ষ – এমিওথা হুথাও

নিম্নকক্ষ - পিথু হুথাও

জাফরানি আন্দোলন হয় মায়ানমারে ২০০৭ সালে।

Saffron Movement

- ২০০৭ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মিয়ানমারে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ পরিচালিত হয়েছিল, তা মিয়ানমারের ইতিহাসে ‘স্যাফরন রেভ্যুলেশন’ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ওই বিপ্লবের পুরোভাগে ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষুরা, অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের (থেরাভেদা) ধর্মীয় ব্যক্তিরা ও সেই সঙ্গে ছাত্ররা। সামরিক জান্তা জ্বালানির দাম বৃদ্ধি করলে (পেট্রল/ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ, আর সিএনজিচালিত বাসে শতকরা ৫০০ ভাগ বৃদ্ধি), ধর্মীয় নেতারা এর প্রতিবাদে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলেন।
- ধর্মীয় নেতারা শরীরে যে চাদর ব্যবহার করতেন, তা ছিল স্যাফরন বা জাফরানি রঙের, যা কি না হলুদ ও লাল রঙের মিশ্রণে নতুন এক রং। বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ধর্মীয় ব্যক্তিরা এই চাদর সব সময় ব্যবহার করেন। এ কারণেই সামরিক জান্তাবিরোধী ওই আন্দোলন চিহ্নিত হয়েছিল ‘স্যাফরান রেভ্যুলেশন’ হিসেবে।

অং সান সুচি

ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি গঠন করেন – ১৯৮৮ সালে

NLD

- ২০১৫ সালের নির্বাচনে জিতে স্টেট কাউন্সিলর হন সূচি।
- ২০২০ সালের নির্বাচনে আবারও NLD এর জয় পায়।

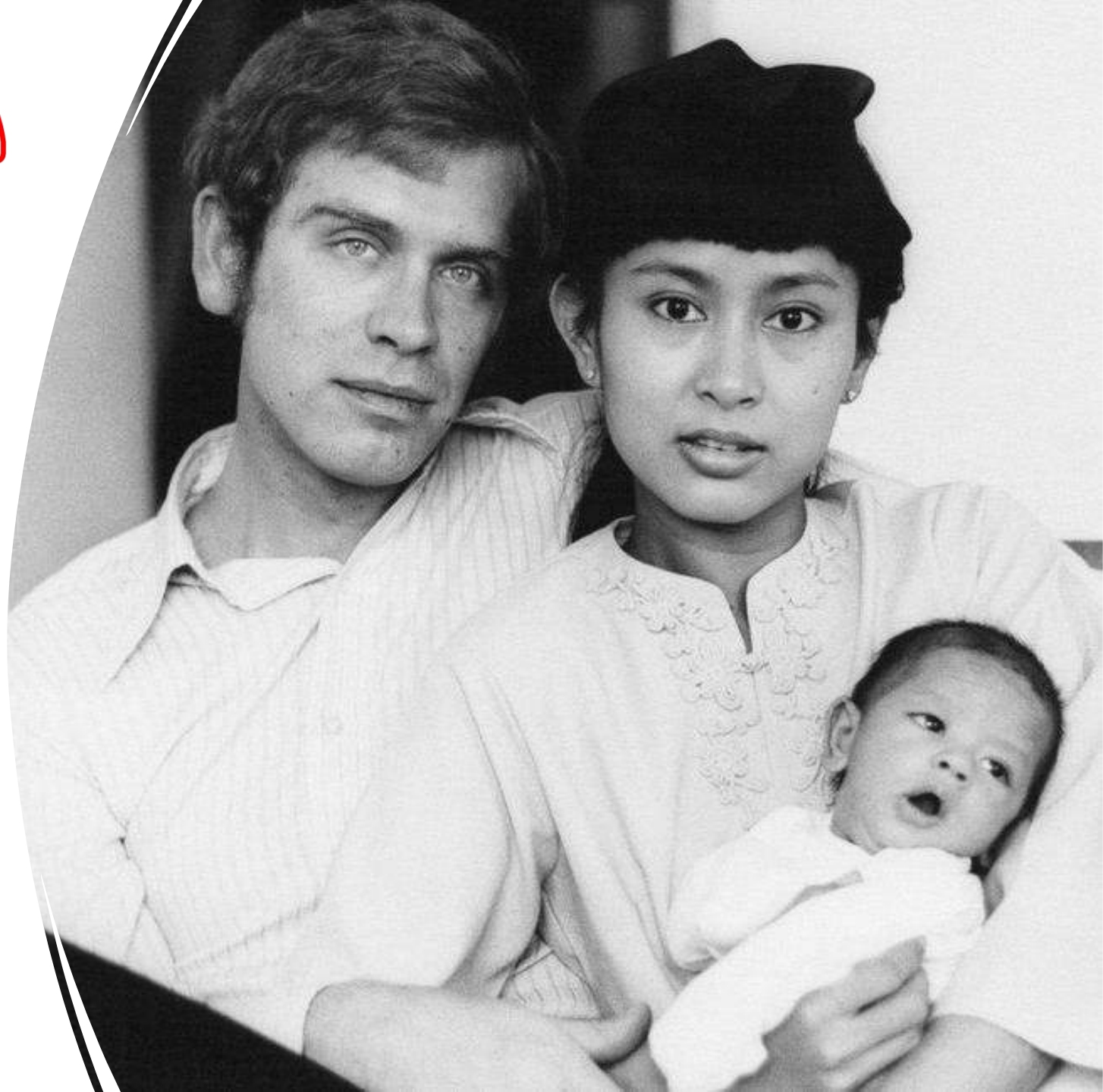

Military Coup

কিন্তু Union Solidarity and Development Party নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে।

১ লা ফেব্রুয়ারি, ২০২১ – সেনাবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে।

- ২ আগস্ট, ২০২১

স্টেট এডমিনিসট্রেশন কাউন্সিল থেকে কেয়ারটেকার গভার্নমেন্ট অব মায়ানমার গঠন করা হয়।

- প্রধানমন্ত্রী হন সেনা প্রধান মিন অং হ্লাইয়াং।

রোহিঙ্গা সংকট

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রোহিঙ্গাদের অবস্থান ছিল মিত্র বাহিনীর পক্ষে। ১৯৪২ সালের মধ্যে জানুয়ারি দিকে জাপান বার্মা আক্রমণ করে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে শুধুমাত্র বার্মায় জাপানি সেনাদের হাতে অন্তত ১ লাখ ৭০ হাজার থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। তখন প্রায় ৫০ হাজার রোহিঙ্গা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে চট্টগ্রামে ঢুকেছিল।
- এছাড়া আরাকানের স্থানীয় রাখাইনদের বৌদ্ধ মগদের) সঙ্গে এসব উদ্বাস্তু মুসলিম রোহিঙ্গাদের বেশ কিছু দাঙ্গাও হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের মে মাসে রাখাইন প্রদেশের মুসলিম রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করেন। তাদের প্রস্তাব ছির রাখাইন প্রদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তক করে বুথিডং ও মংদৌ নামে দুটি শহরের একত্রীকরণ।

- মুসলিম লীগ গঠন করে। তখন রোহিঙ্গা মুসলিমরা পাকিস্তানের সঙ্গে আলাদা প্রদেশ হিসেবে বার্মা থেকে আলাদা হওয়ার চেষ্টা কের। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বার্মা ব্রিটিশদের কাছে থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু রোহিঙ্গাদের এই স্বাধীনতার দাবি ধীরে ধীরে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে যায়।

- ১৯৬২ সালে বার্মায় সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করে। ১৯৭৮ সালে জেনারেল নে উইন বার্মার রাখাইন প্রদেশে মুসলিম সশস্ত্র রোহিঙ্গাদের দমন করতে অপারেশশ ড্রাগন কিং' পরিচালনা করে। ফলে প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা প্রাণভয়ে পালিয়ে আসার মধ্য দিয়ে উভয় দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ইস্যুটির উদ্ভব ঘটে।

- পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে আবারও মিয়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের নিধন শুরু করলে আরও প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। উভয় দেশের সমঝোতার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের কিছু অংশ মিয়ানমারে ফেরত গেলেও একটা বড় অংশ এদেশে থেকে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমার সেনাবাহিনী শুদ্ধি অভিযানের (অপারেশন ক্লিয়ারেন্স) নামে জাতিগত নিধন শুরু করলে তা বর্বরতার সকল সীমা অতিক্রম করে যায়। নিদারুণ নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রায় আট লাখ রোহিঙ্গা প্রাণভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। ফলে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় শরণার্থী সংকটের সৃষ্টি হয়।

রোহিঙ্গা

- রাখাইনের মুসলিম জনগোষ্ঠী

১৯৭৪- ভোটাধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়।

১৯৭৮- অপারেশন কিং ড্রাগন চালানো হয়।

২০১৪- ‘রোহিঙ্গা’ শব্দ নিষিদ্ধ করা হয় মায়ানমারে।

রোহিঙ্গাদের স্থানীয় নাম – কালার

বাংলাদেশি নাম – Displaced People of Myanmar

২৫ আগস্ট ২০১৭ – Ethnic Cleansing চালায় মায়ানমার।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আনান কমিশন গঠন করা হয়।

গঠিত হয় - ২৪ আগস্ট ২০১৬

সদস্য – ৯ জন

এই কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে – ২৪ আগস্ট, ২০১৭

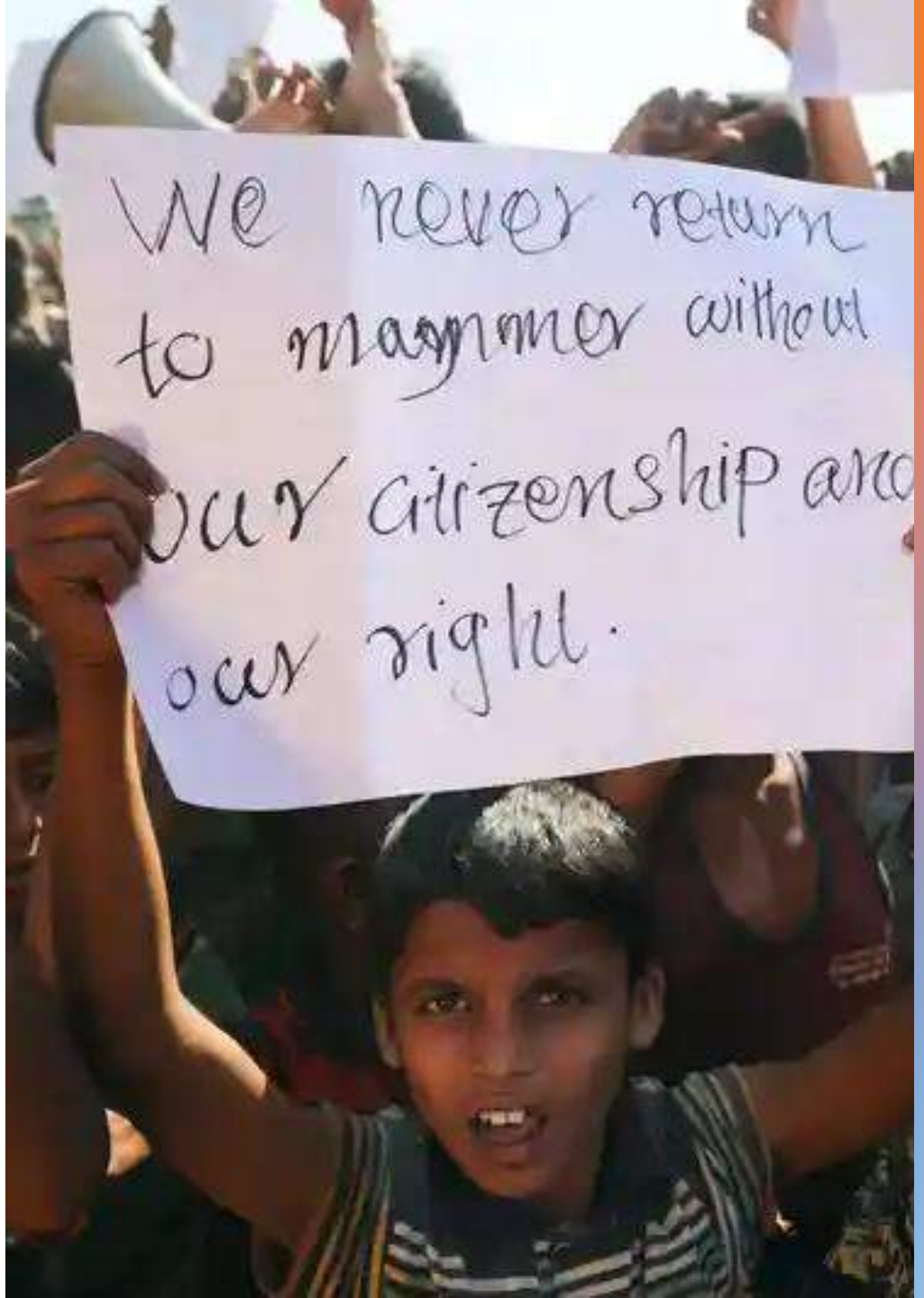

- রিপোর্টে ৮৮ টি সুপারিশ করা হয়।
- গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল রোহিঙ্গাদের নাগরিত্ব দিতে হবে মায়ানমারকে।
- রিপোর্টে রোহিঙ্গাদের 'সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রহীন সম্প্রদায়' বলে উল্লেখ করা হয়।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবসনে সমঝোতা স্মারক

- স্বাক্ষরিত হয় - ২৩ নভেম্বর ২০১৭

অফিসিয়াল নাম- Arrangement on Return of Displaced Persons from Rakhin State

- দফা - ১৯ টি

বাংলাদেশের পক্ষে – আবুল হাসান মাহমুদ আলী স্বাক্ষর করেন।

সমঝোতার গুরুত্বপূর্ণ ধারা-

- ২০১৬ এর পর যারা আসছে তারা যেতে পারবে।
- ১৯৯২ সালের চুক্তির শর্ত ধরতে হবে।

প্রত্যাবসনের আগের ২ চুক্তির সাল

১৯৭৮

১৯৯২

Bangladesh Myanmar Joint Working Group

গঠন - ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭

দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় নিয়ে গঠিত

উদ্দেশ্য - প্রত্যাবর্তন দ্রুত বাস্তবায়ন করা

United League of Arakan (ULA)

- United League of Arakan (ULA) ব্রিটিশ শাসন থেকে বার্মা স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন। সংগঠনটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাখাইন রাজ্যের জন্য স্বায়ত্তশাসন অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা।
- বর্তমানে ULA মায়ানমার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ একটি সংগঠন।
- ULA এর সশস্ত্র সংগঠন Aracan Army (AA)

আরাকান আর্মি

- রাখাইন ও কাচিন প্রদেশের বিদ্রোহী দল।
- সশস্ত্র বাহিনীর নাম – United League of Arakan (ULO)

গডস আর্মি

- মিয়ানমারের একটি খ্রিস্টান গেরিলা সংগঠন যা কাচিন রাজ্যের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে। ১৯৯৪ সালে জোসেফ লায়াং নামে একজন কাচিন খ্রিস্টান ধর্মযাজক এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।
- গডস আর্মি মিয়ানমারের সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত।

রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন

সদর দপ্তর – লাইজা, কাচিন

- মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ‘আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা)’।
- আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' বা আরসা মতে, তারা রোহিঙ্গা মুসলিমদের অধিকার আদায়ে কাজ করছে।
- আরসার সক্রিয় অঞ্চল - উত্তর রাখাইন রাজ্য,বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তবর্তী স্থান।

অপারেশন- ১০২৭

- মিয়ানমারের জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের অভিযানের নাম- অপারেশন ১০২৭ (২৭ অক্টোবর, ২০২৩)
- সামরিক জান্তা ও বিরোধীদের উভয়ের কাছেই অস্ত্র বিক্রি করছে- চীন
- চীনের বিদ্রোহীদের সাহায্যের কারণ: যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে কোণঠাসা করা এবং ভারতের লুক ইস্ট পলিসি বাধাগ্রস্ত করা। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণই ভারতের Look East Diplomacy.
- ফোর কাটস স্ট্র্যাটেজি: বিদ্রোহীদের খাদ্য, অর্থ, তথ্য ও জনবিচ্ছিন্ন করতে সামরিক জান্তা সরকারের কৌশল
- ব্রিগেড-৬১১: মিয়ানমারের বহু জাতিগোষ্ঠীর যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত সংগঠন।

Three Brotherhood Alliance

- ২০১৯ সালে গঠিত তিনটি বিদ্রোহীগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। যথা:
- আরাকান আর্মি, তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি এবং মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি

দূর প্রাচ্য

চীন

RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
KYRGYZSTAN
NORTH KOREA
JAPAN
BEIJING
SOUTH KOREA
CHINA
NEPAL
BHUTAN
INDIA
BANGLADESH
TAIWAN
HONG KONG
MYANMAR
VIETNAM
LAOS
MACAU
PACIFIC OCEAN
BAY OF BENGAL
THAILAND
SOUTH CHINA SEA
PHILIPPINES
© Encyclopædia Britannica, Inc.

- বিশ্বের ২য় জনবহুল দেশ চীন।
- বিশ্বে রপ্তানিতে প্রথম চীন।
- আমদানীতে ২য়।
- বিশ্বে তেল আমদানিতে প্রথম চীন।
- বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের অবস্থান দ্বিতীয়।
- চীনের পূর্ব নাম ক্যাথে। বেইজিং এর পূর্বনাম পিকিং।

চৈনিক সভ্যতা

- তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।
- প্রথমটি হোয়াংহো [Yellow river/ পীত নদী] নদীর তীরে, দ্বিতীয়টি ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে আর তৃতীয়টি দক্ষিণ চীনে গড়ে উঠেছিল।
- চীনের প্রাচীনতম দার্শনিক ছিলেন লাওৎসে
- চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন কনফুসিয়াস।

চৈনিক সভ্যতার অবদান

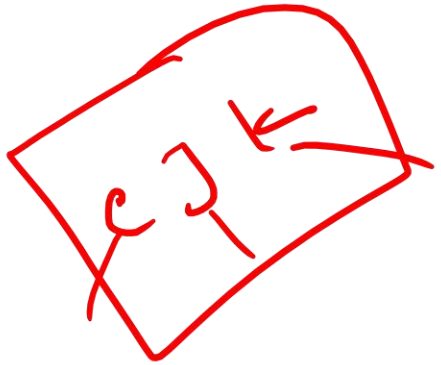

ঘুড়ির উৎপত্তি

চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ

আইডিওগ্রাফ নামক লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবন

ব্রোঞ্জ জিনিসপত্র বেশি ব্যবহার হওয়ায় এই

চীনের সাথে ১৪ টি দেশের সীমানা রয়েছে।

- মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার, ভারত, ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান এবং কাজাখস্তান ।

সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতি

হান জাতি

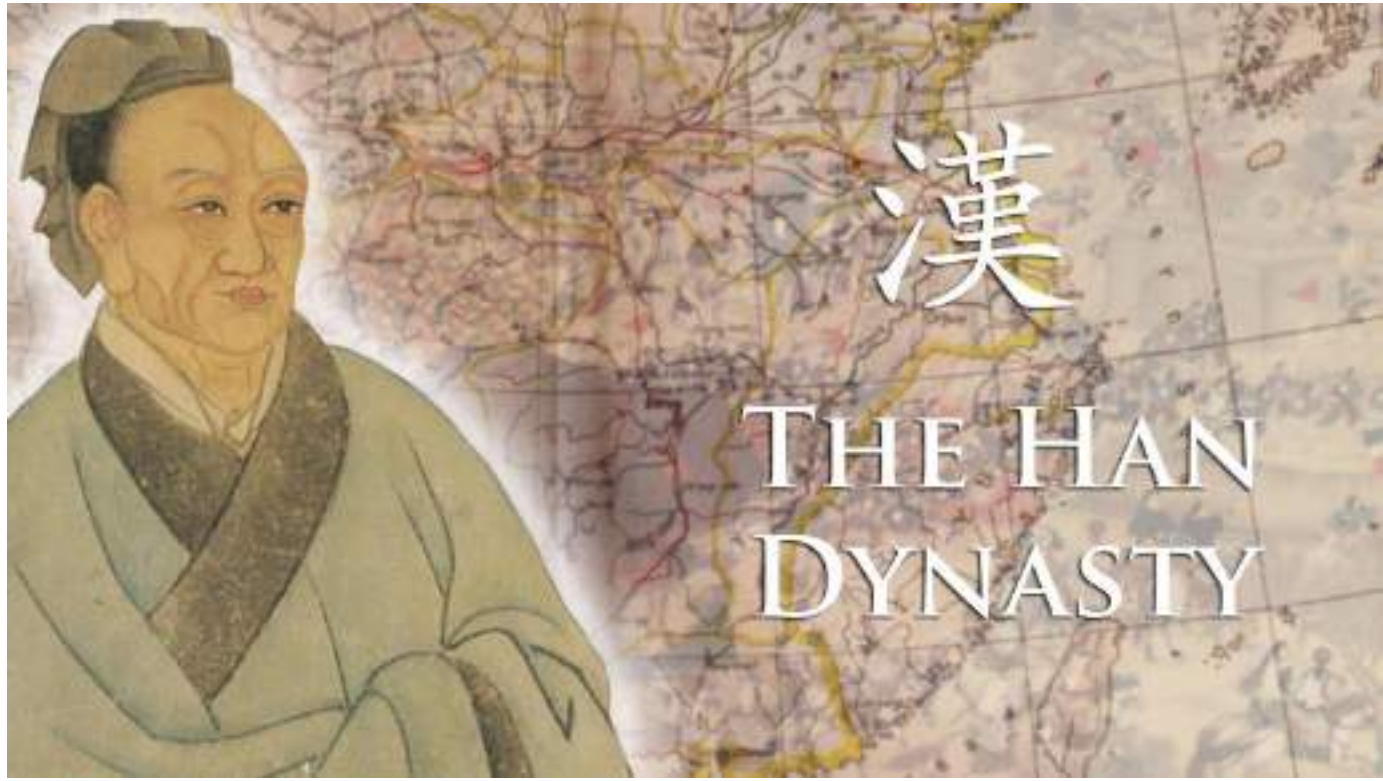

চীনের বিপ্লব

- প্রাচীন চীনের বিখ্যাত সমরনায়ক ও দার্শনিক – সান জু (Sun Tzu)
- চীনা রাজবংশের সবচেয়ে পুরাতন রাজবংশ – শাং রাজবংশ
- চীনের রাজাদের Son of God বলা হতো

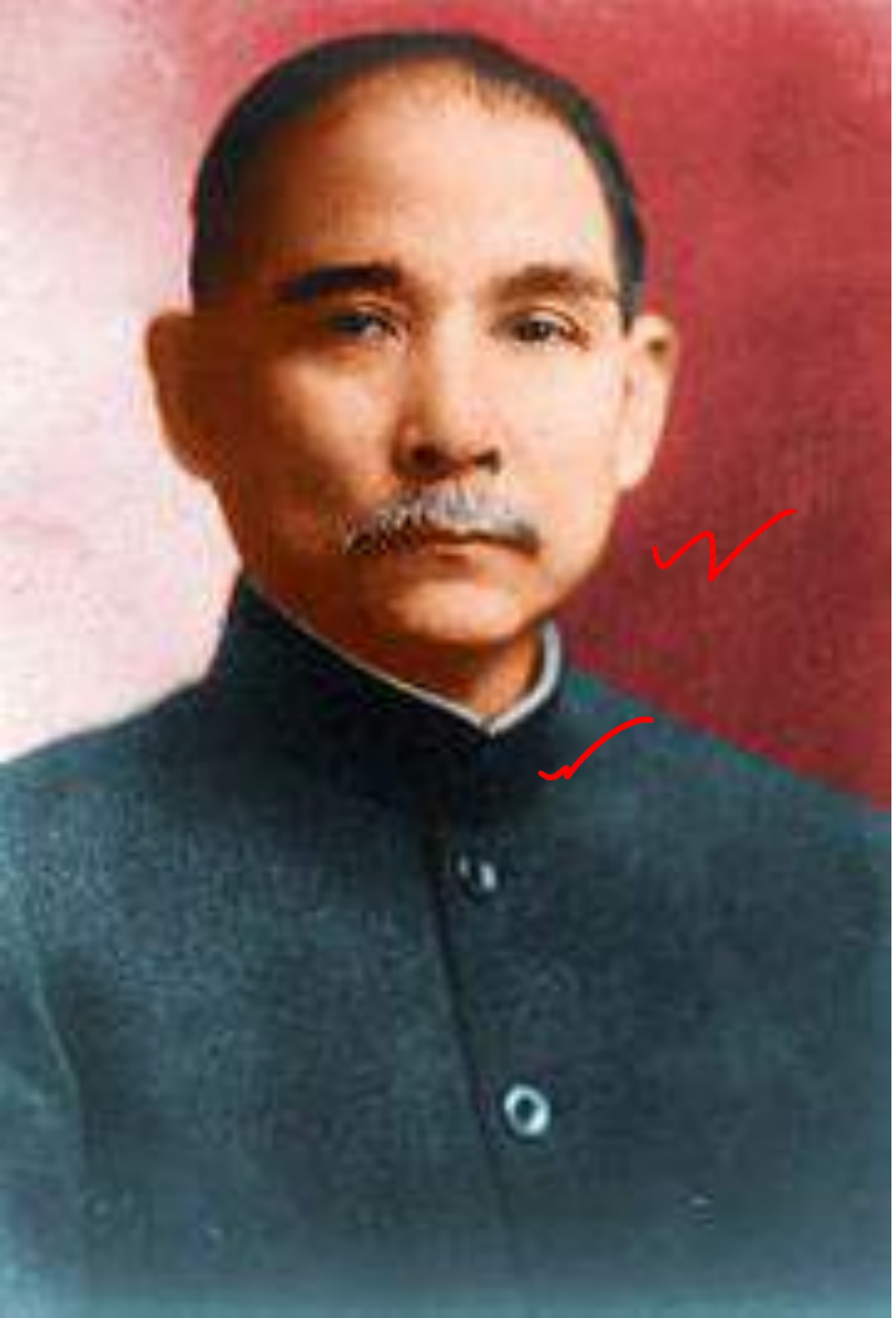

- জাতীয়তাবাদী বিপ্লব/প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব/সিনহাই বিপ্লব
- বিপ্লবকাল: ১৯১১-১৯১২

- নেতৃত্ব দেন: সান ইয়াত সেন। ১৯০৫ সালে তিনি "কুওমিনতাং" নামে জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দলটি রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল এবং সর্বোপরি দেশে ইউরোপীয় আধিপত্যের বিরোধী ছিল।
- ফলাফল: মাঞ্চু (কুইং) রাজ বংশের পতন। Republic of China প্রতিষ্ঠিত হয়।

- সান ইয়াৎ সেন এর জাতীয়তাবাদী দলের নাম ছিলো 'কুয়োমিন্টাং'। ১৯২৫ সাল থেকে কুয়োমিন্টাং এর নেতৃত্বে আসেন চিয়াং কাইশেক।
- অন্য দিকে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "Chinese Communist Party"।
- কুয়োমিন্টাং এর সহায়তার জন্য ছিলো যুক্তরাষ্ট্র আর কম্যুনিস্ট দের জন্য ছিলো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- চিয়াং কাইশেক চান নি চীনের নিয়ন্ত্রণ Communist দের হাতে চলে যাক। তাই Communist দের ওপর চলে দমন নিপীড়ন।

চীনের গৃহযুদ্ধ

- ১৯২৭-১৯৪৯

- মাও সে তুং এর চীনা কমিউনিস্ট পার্টি [CPC] এবং চিয়াং কাইশেকের জাতীয়তাবাদী [KMT]-এর চীনা দল (কুয়োমিন্টাং) অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

- ১৯৪৩ সালে Communist Party-র দায়িত্ব মাও সে তুং।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হওয়ার পর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় কম্যুনিস্ট পার্ট টি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
- মাও সে তুং এর কম্যুনিস্ট পার্টি চীনের মূল ভূ-খণ্ডের দখল নিয়ে নেয়, ১৯৪৯ সালে চীন আত্মপ্রকাশ করে 'The People's Republic of China' নামে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

- সময়- ১ অক্টোবর ১৯৪৯
- নেতৃত্ব দেন: মাও সেতুং
- ফলাফল- গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের (People's Republic of China) যাত্রা শুরু হয়।

ROC → PROC

communist
PROC
ROC
Taiwan
ROC
China
中華
USA
Taiwan
strait
Formosa

তাইওয়ান

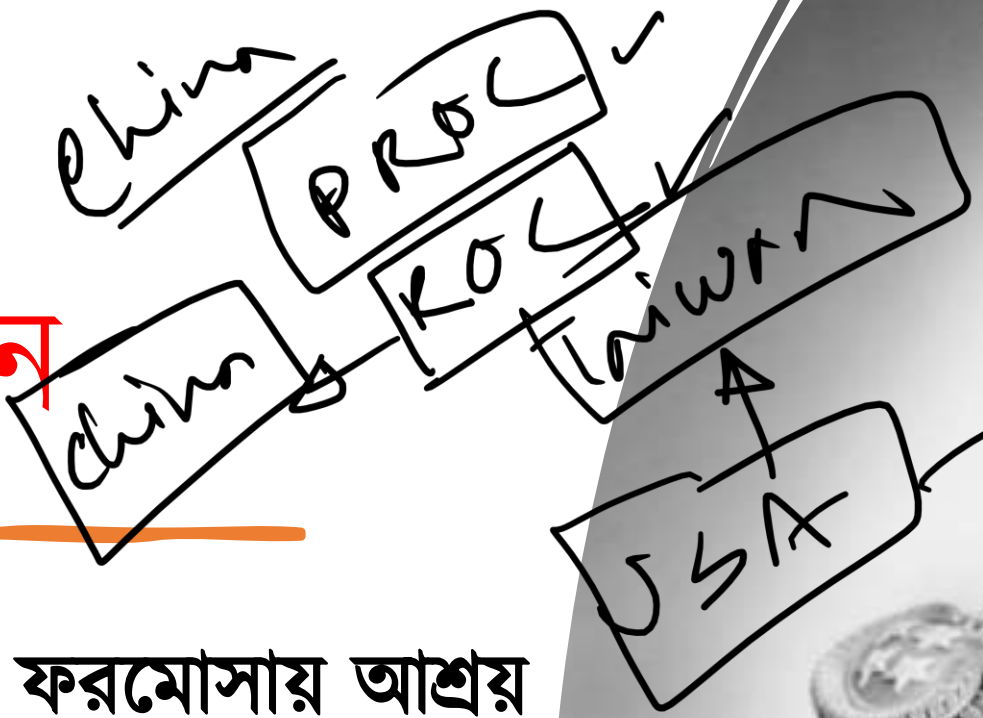

চিয়াং কাইশেক ফরমোসায় আশ্রয় নিয়ে সরকার গঠন করেন Republic of China নামে।

- পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সহায়তায় (বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) ফরমোজার অধিবাসীদের সংগঠিত করে এবং সেখানকার অধিবাসীরা তাকে প্রেসিডেন্ট বানান তখন চিয়াং কাইশেক ফরমোজার নাম পরিবর্তন করে রাখেন তাইওয়ান। ১৯৫০ সালে পাশ্চাত্য বিশ্ব ঘোষণা করে চীন তাইওয়ানের অংশ তাই এখন থেকে জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্ব করবেন তাইওয়ান সরকার প্রধান।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় চীনের। এ অবস্থা চলতে থাকে ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত।

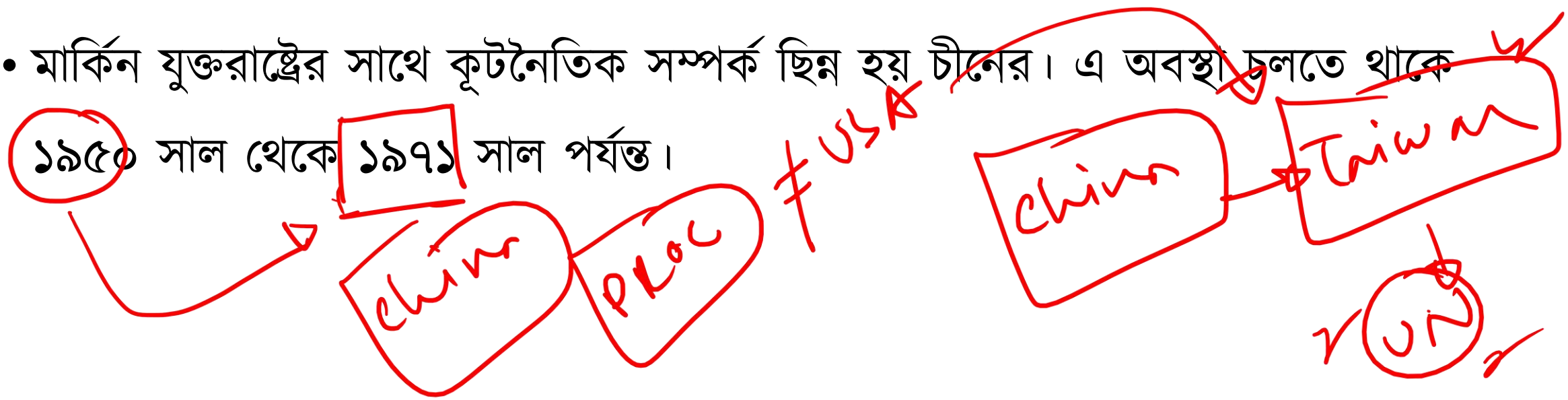

- ১৯৭১ সাল পর্যন্ত "Republic of China" (তাইওয়ান) জাতিসংঘে চীনের প্রতিনিধিত্ব করত।
- কিন্তু চীনের বিশাল মূল ভূখন্ড আর সেখানের বিশাল জনগোষ্ঠী কে জাতিসংঘের বাইরে রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছিলো।

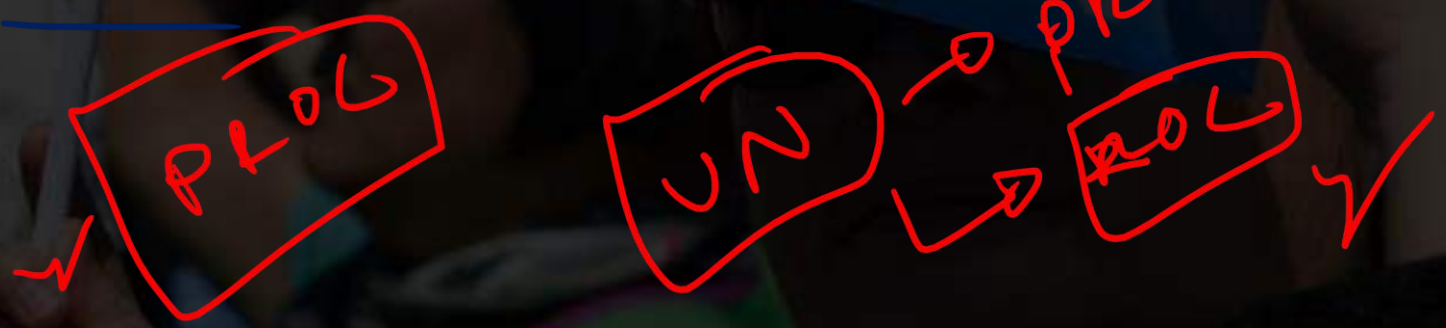

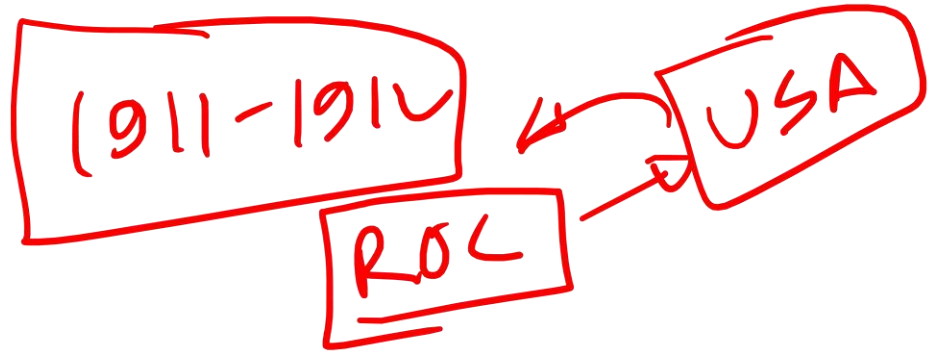

1911-1912 ⇄ USA

ROC

1912 → গণতান্ত্রিক

1921 → China গণতান্ত্রিক

1927 → গণতান্ত্রিক

1949 (X)

ROC

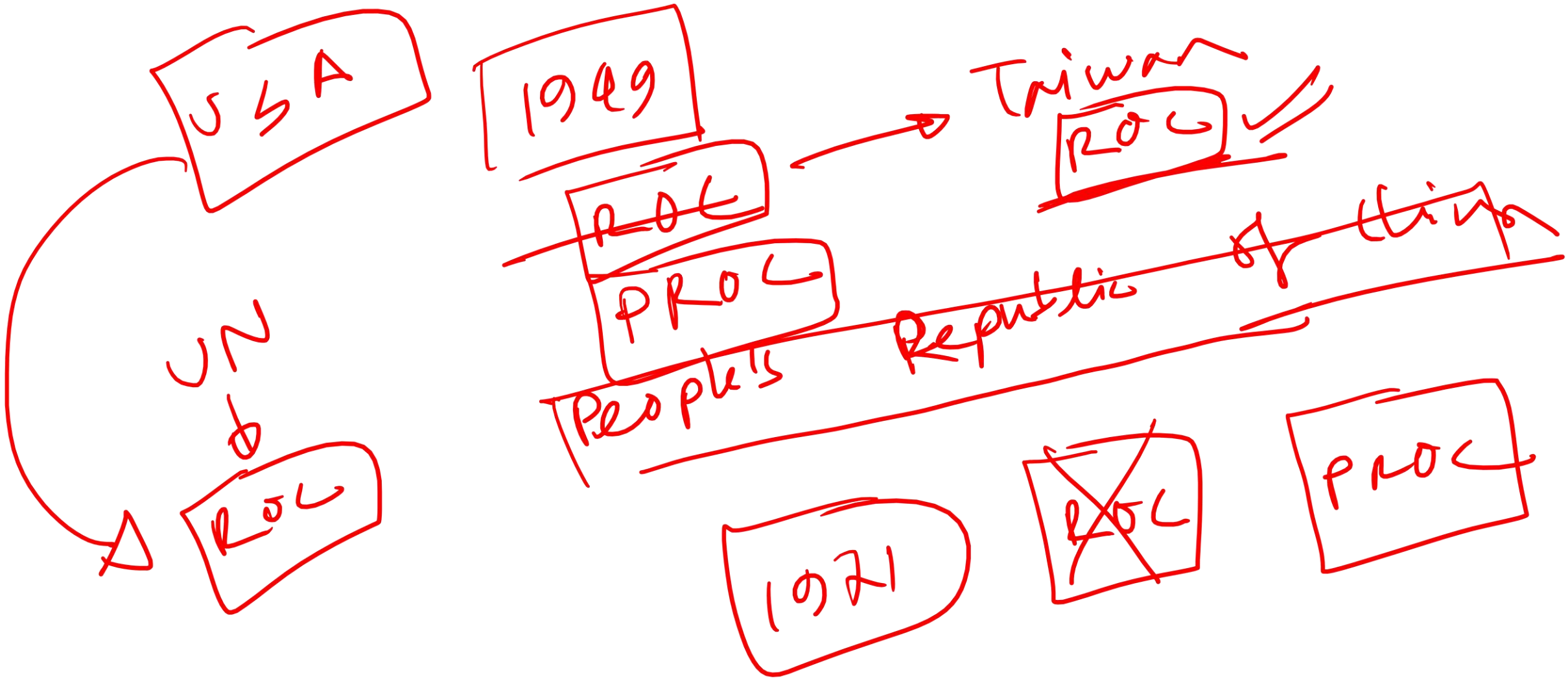
USA
1949
ROC
PROC
Taiwan
ROC
People's Republic of China
UN
ROC
1971
ROC
PROC

- ১৯৭১ সালে সাধারণ পরিষদে এক ভোটে Republic of China-র বদলে The People's Republic of China (PROC) জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।
- তাইওয়ান জাতিসংঘ থেকে বেরিয়ে যায়।

- ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেবিল টেনিস দল খেলতে আসে জাপানে এবং ১৯৭১ সালে চীনে টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। চীন তখন আমেরিকার ঐ টেবিল টেনিস দলকে চীনে টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং আমেরিকার ঐ টেবিল টেনিস দলটি খেলতে আসে চীনে।

দীর্ঘ বিরতির পর আমেরিকার সাথে চীনের সম্পর্ক আবার শুরু হলো টেবিল টেনিস খেলার মধ্য দিয়ে, আর টেবিল টেনিস খেলার চাইনিজ নাম Ping Pong, এ জন্যই কূটনৈতিক অঙ্গনে এটি Ping Pong Diplomacy নামে পরিচিত। আর এ কূটনীতির মাধ্যমেই দীর্ঘ বিরতির পর সাইনো-আমেরিকান সম্পর্ক উষ্ণ হতে শুরু করে।

যুক্তরাষ্ট্রের এক চীন নীতি (One China Policy)

- ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় যে The People's Republic of China নামে চীনে একটাই সরকার এবং স্বীকার করে নেয় তাইওয়ান চীনের অংশ। কিন্তু আবার যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি আইনও আছে যে, যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তাইওয়ান কে সরবরাহ করবে।
- এটাকে Taiwan Act-1979 of USA বলা হয়।
- চীন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই পলিসিকে "One China Policy" বা Cross-Strait Diplomacy-ও বলা হয়।
- আবার তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পলিসিকে 'Stratagic Ambiguity" নামে অভিহিত করা হয়।

চীনের এক চীন নীতি (One China Principle)

- ‘এক চীন নীতি’ অনুযায়ী বিশ্বে কেবল একটি চীন আছে, তাইওয়ান চীনের ভূখণ্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার সমগ্র চীনের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র আইনী সরকার।
- এটি চীনের অবস্থানগত কূটনৈতিক স্বীকৃতি, যার ফলে অন্যান্য দেশ এটা মেনে নেবে যে চীনে শুধুমাত্র একটি চীনা সরকার রয়েছে। চীনের জোর দাবি- তাইওয়ান চীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা একদিন পুনরায় একত্রিত হবে।

শত ফুল ফুটতে দাও নীতি

- মাও সে তুং ১৯৫৬ সালে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সমালোচনার সুযোগ প্রদানের নীতিকে ‘Let a hundred flowers bloom’ বলে ঘোষণা দেন।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

- মাও সে তুং চীনে নানান সংস্কার কর্মসূচি নেন। এর মধ্যে ছিলো- গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড (১৯৫৮-১৯৬২) কর্মসূচি।
- যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো চারটি কিট অভিযান (Four Pests Campaign)। চারটি কিট হলো- ইদুর, মশা, মাছি ও চড়ুই পাখি।
- কিন্তু এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যা ঠেকাতে ১৯৬৬ সালে মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়। এ বিপ্লব সফল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দিয়ে মাও সে তুং গঠন করেন রেড-গার্ড। এ বিপ্লব চলে ১০ বছর। ১৯৭৬ সালে মাও সে তুং মারা গেলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তিয়েন আনমেন স্কয়ার আন্দোলন

- ১৯৮৯ সালে ১৪ এপ্রিল বেইজিং এর তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে প্রায় ১০০০০ ছাত্র-বুদ্ধিজীবী গণতন্ত্র এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবিতে সমেবেত হয়। চীনের সরকার এই সমাবেশে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়।

Let’s Recap

প্রেসিডেন্ট

- শি জিন পিং
- সপ্তম প্রেসিডেন্ট
- আজীবন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন।

আইনসভা

- National People's Congress
- ভবনের নাম: গ্রেট হল অব দ্যা পিপল
- সদস্য: ২৯৭৭
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্লামেন্ট।

প্রদেশ - ২২

স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল - ৫

কেন্দ্রশাসিত পৌরসভা - ৪ টি (সাংহাই, চাংকিং, বেইজিং, তিয়ানজিয়ান)

বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল- ২ টি (হংকং, ম্যাকাও)

ম্যাকাও

- ১৯৯৯ সালের ২০ ডিসেম্বর পর্তুগাল গণচীনের নিকট ম্যাকাও ফেরত দেয়।
- চীনের একটি বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। বর্তমানে 'এক দেশ, দুই পদ্ধতি' [One Country, Two System]-তে পরিচালিত হয় ২০৪৯ সাল পর্যন্ত এ পদ্ধতি চালু থাকবে।

হংকং

- চীনের একটি বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল।
- নানকিং চুক্তি [Treaty of Nanking]-১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ প্রথম আফিমের যুদ্ধে ব্রিটেনের নিকট চীন পরাজিত হলে হংকং ব্রিটিশ কলোনিতে পরিণত হয়।
- ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ চীন ৯৯ বছরের জন্য হংকং ব্রিটিশ সরকারের নিকট লিজ দেয়। ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই চীন ব্রিটিশদের কাছ থেকে হংকং ফেরত পায়।
- বর্তমানে 'এক দেশ, দুইপদ্ধতি' [One Country, Two System] তে পরিচালিত হয় ২০৪৭ সাল পর্যন্ত এ পদ্ধতি চালু থাকবে।

এক দেশ, দুই পদ্ধতি

- চায়নার মূল ভূ-খন্ডে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো।
- হংকং এবং ম্যাকাউ তে পুঁজিবাদী কাঠামো।